মেহেরপুরে মডেল মসজিদের সামনের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষে মার্কেটের দোকান উচ্ছেদ

মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট উচ্ছেদ করাকে কেন্দ্রে করে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সংগঠণ ও জেলা প্রশাসন এখন মুখোমুখি অবস্থানে। দোকান মালিকগণ ও ব্যবসায়ী সংগঠণের সভাপতি আব্দুল হান্নানের দাবী কোনো রকম নোটিশ প্রদান ছাড়াই জেলা প্রশাসক খামখেয়ালিপনা করে দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছেন।

তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সকল ধরনের আইনী প্রক্রিয়া শেষ করেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের সামনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ২৬ টি দোকানের এই মার্কেটটি উচ্ছেদ করা হয়েছে।

উপজেলা সহকারী কমশিনার (ভূমি) ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদের নেতৃত্বে আজ মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। উচ্ছেদকৃত মার্কেটের ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপের মালিক আকছেদ আলী, জানান, জেলা প্রশাসন থেকে আমাদের নোটিশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে জেলা প্রশাসকের কোনো সিল মারা বা স্বাক্ষর ছিলনা। যে কারণে আমরাও তেমন গুরত্ব দেইনি।

পলাশ এন্টার প্রাইজের মালিক মিনারুল ইসলাম জানান, জেলা প্রশাসক আমাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে আমাদের পরিবারের লোকজনের পেটে লাথি মারলেন। এখন পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের পথে বসা ছাড়া উপায় রইলো না।

আসিফ পেপার্স এর মালিক মাহমুদুর রহমান আসিফ বলেন, আমরা এখন যাবো কোথায় ? জেলা প্রশাসক আমাদের বিকল্প কোনো কিছু না করেই উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। আমরা এজন্য আইনী প্রক্রিয়ায় যাবো।

তারা আরও বলেন, বাজার কমিটির সাথে জেলা প্রশাসকের কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। সেখানে মসজিদের প্রবেশদারের তিনটি দোকান ভেঙ্গে ফেলার জন্য একটি পরিকল্পনা হয়েছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনার কোনো সুরাহা

না হতেই আজ সকালে হঠাৎ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

এই মার্কেটটিতে ২৬ টি দোকান রয়েছে। উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমেই ব্যবসায়ীদের তোপের মুখে পড়েন। এক পর্যায়ে ওই মার্কেটের কসমেটিকস ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম এক্সকাভেটর চালকের চাবি কেড়ে নেন।ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানগুলো রক্ষার্থে ওই মার্কেটের সামনে জড়ো হয় বিক্ষোভ শুরু করেন। এসময় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চার্জ করেন। দোকান উচ্ছেদ শুরুর সাথে সাথেই এর প্রতিবাদে কোর্টরোডের ব্যবসায়ীরা সকাল সাড়ে ৯ টা থেকেই তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন।

মেহেরপুর কোর্ট রোড এলাকার মোড়ে মোড়ে কয়েকটি স্থানে টায়ার জালিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন ব্যবসায়ীরা। এঘটনায় দুইজন ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন, সেলিম হোসেন ও আজহারুল ইসলাম।

কোনো রকম অপ্রিতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম।

মার্কেট ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও জেলা প্রশাসকের বদলীর দাবীতে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের পেটে লাথি কেনো, ডিসির কাছে জবাব চাই, শ্লোগান দিতে দিতে ডিসি অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এঘটনায় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা প্রশাসককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপাতি আব্দুল হান্নান, সহসভাপতি আবু আক্তার, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, সদস্য রাশেদ, আজহারুল ইসলামসহ কয়েকজন ব্যবসায়ী।

মার্কেট উচ্ছেদের প্রতিবাদে আজ বিকাল ৫ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে বলে জানান

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নান বলেছেন, কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই আমাদের ব্যবসায়ীদের দোকান পাট উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এছাড়া মার্কেটটি বাঁচাতে জেলা প্রশাসককে বিবাদী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখনো সে মামলায় আদালত বিচারাধীন। আদালতের রায়ের আগেই জেলা প্রশাসনের এ ধরনের খামখেয়ালীপনায় ২৬ জন ব্যবসায়ী আজ পথে বসতে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের ভ্যাট ট্যাক্◌্র, করের টাকায় জেলা প্রশাসকসহ সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন হয়। অথচ, সেই ব্যবসায়ীদের পেটে লাথি মেরেছে বর্তমান জেলা প্রশাসক। তিনি বলেন এর আগের জেলা প্রশাসকগণ আমাদের কাছ থেকে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা সিকিউরিটি নিয়ে এই মার্কেটের দোকান বরাদ্দ দেন। সাম্প্রতিক সময়ে এডিসি সাহেব আমাদের ব্যাংক একাউন্ট করিয়েছেন। সেই এ্যকাউন্টেসের মাধ্যমেই দোকান ভাড়ার টাকা প্রদান করা হয়।

ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য ফজলুল হক বলেন, কারোর কু পরামর্শে অনৈতিকভাবে এই উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস জানান, জেলা প্রশাসন সকল ধরনের আইনী জটিলতা শেষ করেই এই মার্কেটটি উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, মসজিদের শ্রীবৃদ্ধির কারণে সামনের মার্কেট উচ্ছেদ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী জমিতে এতদিন কোনো মার্কেট থাকতে পারেনা। অনেকবার তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রমজান মাসের আগেই সকল ধরনের আইনী প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। কিন্তু মানবিক কারণে তাদের আমরা আড়াই তিন মাস সময় দিয়েছিলাম। আগের জেলা প্রশাসক কেনো দোকার বরাদ্দ দিয়েছিলেন এব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা প্রশাসনের এধরনের কোনো বরাদ্দের সুযোগ নেই।

মেহেরপুরের ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াহেদ গবু আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিবের চাচা আব্দুল ওয়াহেদ গবু
(৫০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার সময় নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি শহীদ আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের ছোট ছেলে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দীর্ঘদিন প্যারালাইজড রোগে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, ভাই, ভাতিজাসহ অসংখ্যা গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি নি:সন্তান ছিলেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ বাদ জুম্মা কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠে জানাযা শেষে কলেজ মোড়ের পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নীকান্ডে ৫টি দোকান ভষ্মিভুত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহর বাসস্টান্ডে ৫টি দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্ততঃ অর্ধ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিকেরা। কি কারণে এ অগ্নীকান্ডের সুত্রপাত তা অনুসন্ধান করছেন ফায়ার সার্ভিস।
প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানায়, রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সোহাগ বস্ত্রালয় নামের একটি লেপ তোশকের গুদামে আগুনের সুত্রপাত ঘটে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের আকমল স্টোর, মনিরুল বস্ত্রালয়, জিয়া বেডিং ও ঢাকা বেডিংসহ কয়েকটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে। সংবাদ পেয়ে গাংনী ও মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘন্টা ব্যাপি চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপশি গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের ও পৌর ছাত্রলীগের

নেতা কর্মীরা আগুন নেভাতে কাজ করেন। আগুনের তাপে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ততোক্ষণে পাচঁটি দোকানের মালামাল পুড়ে যায়।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত আকমল স্টোরের মালিক আকমল হোসেন জানান, পাঁচটি দোকান মিলে অর্ধকোটি টাকার মালামাল পড়ে ভষ্মিভুত হয়েছে। এতে কয়েকজন দোকান মালিক একেবারে পথে বসে গেছে।
মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএখালেক, পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম, শাহনেওয়াজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । এসময় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে সহযোগীতার আশ্বাস দেন।
মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক শরিফুল হাসান ভুইয়া বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘন্টাব্যাপি চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। এখন পর্যন্ত আগুন লাগার বিষয়ে তেমন কোন উৎস খুজে পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী রাজুর করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আজ একজন করোনা পজিটিভ হয়েছে। মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ তে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আজ শুক্রবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ১৫ টি প্রাপ্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ১ টি পজিটিভ এসেছে।

জানা গেছে, নতুন করে আজ একজন করোনা পজেটিভ হয়েছে তিনি মেহেরপুর হোটেল বাজারের লর্ড মার্কেট এর ব্যবসায়ী রাজু ইলেকট্রিক এর প্রোপাইটর রাজু আহমেদ।

এর আগে তার নমুনা সংগ্রহ করে পরিক্ষার জন্য কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাব পাঠানো হয়। আজ তার রিপোর্ট এসেছে এতে তার করোনা পজিটিভ

বলে জানা যায়। এর আগে নমুনা সংগ্রহের পর পরেই তার দোকান ও বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৮৭৬ টি এর মধ্যে ফলাফল এসেছে ১৬২৭টি যার মধ্যে ৬১ টি পজিটিভ বাকি ১৫৬৬ টি নমুনা নেগেটিভ বলে জানান সিভিল সার্জন।

আক্রান্ত ৬১ জনের মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৩১ জন, গাংনী ২৪ জন ও মুজিবনগরে ৬ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২৩ জন, বাইরে পাঠানো হয়েছে ৪ জন কে এবং ২৯ জন বর্তমান চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় দুই ডাল ব্যবসায়ীকে জরিমানা

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির সময়ে কুষ্টিয়া শহরে মসুর ডাল মজুত করায় দুই ব্যবসায়ীকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের বড় বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডাল ব্যবসায়ী হলেন বৈদ্যনাথ সাহা ও তার ভাই স্বপন সাহা। খুচরা বাজারে কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করার লক্ষে তারা ডাল মজুদ করছিলেন।

তাদের গুদামে গিয়ে দেখা যায়, বৈদ্যনাথ সাহার গুদামে ৬০০ মণ ও স্বপন সাহার গুদামে এক হাজার ৫০০ মণ মসুর ডাল মজুদ রয়েছে। অথচ এই ডাল বিভিন্ন মিলে ভাঙিয়ে দোকানে সরবরাহ করার কথা ছিল। বাজারে ডালের সংকট সৃষ্টি করার অপরাধে বৈদ্যনাথ সাহাকে ৫০ হাজার টাকা ও স্বপন সাহাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফন নাহার জানান, শহরে মসুর ডালের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হলেন বৈদ্যনাথ সাহা ও স্বপন সাহা। তাঁরা দুজন আপন ভাই। গত কয়েক দিন ধরে তাঁরা নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মসুর ডাল মজুত করতে থাকেন। তাঁরা মিলে ও খুচরা দোকানে ডাল সরবরাহ থেকে বিরত থাকেন। এতে বাজারে হু হু করে মসুর ডালের দাম বেড়ে যায়।

গোপনে খবর পেয়ে বেলা এগারোটার দিকে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।